যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার সঙ্গী ছিল একটি পথকুকুর। ধর্মপ্রাণ জ্যেষ্ঠপাণ্ডব সেই সারমেয়টিকে ছাড়া স্বর্গে প্রবেশ করতে চাননি। এ যদি জীবপ্রেমের ভারত হয়, তাহলে এমন ভারতও আছে যেখানে পথপশুরা অত্যাচারিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, অনিয়ন্ত্রিত খেতে দেওয়ার ফলে কুকুরের সংখ্যা বেড়েছে, কামড় খাচ্ছে নিরীহ মানুষ। পক্ষে-বিপক্ষে সাজল যুক্তিজাহাজ।

প্রতিদিন ছুটি ৬

রবিবার ১৬ জুন ২০২৪

যত মত তত পথ

অনিতা অগ্নিহোত্রী agnihotrianita@yahoo.co.in

ভালবাসুন, 'দত্তক' নিন

মানুষকে কিছুটা বুঝি বলে আমার ধারণা। পশু-পাখিদের একেবারেই বুঝতে পারি না। তাই তাদের থেকে দূরে থাকি। দূর থেকেই ভালবাসি বলা যায়। তবে শৈশবে মনে করতাম যে, কোনও কুকুর হঠাৎ এসে কামড়ে দিতে পারে (যেটা বাঘের সম্বন্ধে এখনও ভাবি)। সেই ধারণাটা কিছুটা বদলেছে পোষ্য দু'টি ছোট কুকুরকে কাছ থেকে দেখার অভ্যাস হওয়ার পর। বাড়ির কুকুর হোক বা পথের, তারা হঠাৎ এসে কামড়ে দেয় না বা আক্রমণ করে না। তার পিছনে বিশেষ কারণ থাকে। বাড়ির পোষ্যকে আমরা সবসময় দেখছি, কাজেই তাদের মন-মেজাজ বোঝা কিছুটা সহজ। কিন্তু পথকুকুরদের বোঝা সহজ নয়।

দিল্লিতে নিউ মোতিবাগ কলোনির সুদৃশ্য বহুতল সরকারি আবাসে গিয়ে দেখি সেখানেও পথকুকুরের দল। তাদের যত্ন করে খাওয়ান এক সহকর্মী মহিলা অফিসার। এর প্রয়োজন কী জানতে চাইলে তিনি বললেন, ক্ষুধার্ত কুকুরের চেয়ে খেয়েদেয়ে সন্তুষ্ট কুকুর অনেক কম বিপজ্জনক।

এটাকে একটা থিওরি হিসাবে চালানো যেতে পারে, কিন্তু জনবহুল শহরের পাড়ায় পাড়ায় পথকুকুরদের খাওয়ানো আমি একেবারেই দায়িত্বশীল আচরণ বলে মনে করি না। কিছু মানুষ এটা দিনের-পর-দিন করেন। কাজটা আপাতদৃষ্টিতে 'জীবসেবা' মনে হলেও এটা ঠিক দায়িত্বশীল আচরণ নয়। কুকুররা খাবারের সন্ধানে জায়গা বদলায়। যেখানে খাবার দেওয়া হচ্ছে সেখানে তারা বেশি সংখ্যায় আসে। সেখান থেকে একটা সমস্যা তৈরি হয়। তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাড়তে পারে, আবার তার থেকে বাড়তে পারে মানুষের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা। তার মানে এই নয় যে, ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খেতে দেব না। আসলে পথের প্রাণীকে খাইয়েদাইয়ে তাকে ওখানেই রেখে আসা আমার ঠিক জীবে প্রেম বলে মনে হয় না।

এটা তো সত্যি যে, ক্ষুধার্ত মানুষকে রোজ খাওয়ানোর চেয়ে পথের প্রাণীকে খাওয়ানো সহজ, কম ঝামেলার আর বেশি তৃপ্তির। তবে আমরা যদি সত্যিই পথের প্রাণীকে ভালবাসি, তাদের 'দত্তক' নিতে হবে। সবাই মিলে ভাগ করে বাড়িতে রাখতে হবে, তাদের প্রতিষেধক দেওয়াতে হবে, তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করতে হবে। তা না হলে আমাদের ভালবাসায় তাদের সংখ্যা বাড়বে, তৈরি হবে খিদের সমস্যা, আক্রমণ। প্রতিষেধক না নেওয়া কুকুরের আক্রমণ জীবনসংকট তৈরি করতে পারে।

বিদেশে পথকুকুরের দঙ্গল দেখা যায় না। তার একটা কারণ বর্জ্য ওখানে পথে পড়ে থাকে না, গোড়াতেই জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করে ফেলা হয়। 'মুম্বই এসইজেড'-এ ৩০০ কোম্পানি, লাখখানেক কর্মী যেমন ছিলেন, তেমন ছিল কয়েকশো কুকুর। শুনতে খুবই নিষ্ঠুর মনে হয়, তবু তাদের আক্রমণের সমস্যা মেটাতে আমরা অফিস ও ক্যান্টিনের সমস্ত বর্জ্য আলাদা করার আর জৈব বর্জ্য দিয়ে বায়ো গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা করেছিলাম। কুকুররা না খেয়ে মারা যায়নি, তারা অন্যত্র চলে গিয়েছিল। এটা হয়তো বিশেষ কোনও জায়গার সমস্যা সমাধানের পথ। কিন্তু পথকুকুরের সংখ্যাবৃদ্ধি না-কমালে তা পুরো শহরের সমস্যায় পরিণত হবে। যিনি খাইয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন, তিনি জানতে পারবেন না, কখন পাড়ার কোন ছোট শিশুটি বা বয়স্ক মানুষটি বিবাদমান কুকুরদের মধ্যে পড়ে আক্রান্ত হয়েছেন।

তবে কি পথকুকুরদের খাওয়ানো বন্ধ করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে? পুরো শহরে কেউ যদি তাদের খেতে না দেয় তবে খাবারের সন্ধানে কোথায় যাবে বেচারা ভাষাহীন প্রাণীর দল? যে-দিন পাড়ার বর্জ্য ভ্যাট পরিষ্কার হয়ে যায়, সে-রাতে তাদের সারা রাত চিৎকার লড়াই মারামারি চলে। আমাদের ঘুম নষ্ট হয়। শুনেছি, কুকুরদের রাত জাগানিয়া চিৎকারে প্রয়াত বালসাহেব ঠাকরের ঘুম নষ্ট হওয়ায় মুম্বই পুলিশের তলব পড়েছিল।

পথপশুপ্রেমীরা বলবেন, ঘরের কুকুর কি কামড়ায় না? তাদের কি খিদে থাকে বলে কামড়ায়? আসলে, আমাদের দেশটাই যে টানাটানির। ঘরের পোষ্য প্রতিষেধক পায়, পথকুকুর-আক্রান্ত মানুষ পায় না, কামড়ের চিকিৎসাও পায় না সময়মতো। আমরা যদি শিশু, বয়স্ক বা যে কোনও মানুষকে কুকুরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে না-পারি, তাও আমাদের সামাজিক ব্যর্থতা।

কুকুরপ্রেমীদের তৎপরতার জন্য এখন কোর্টের নির্দেশে পৌরনিগমের কুকুর ধরা বারণ। প্রতিষেধক বা জন্মনিরোধের জন্য তাদের তুলে নিয়ে গেলে আবার ছেড়ে আসতে হবে আগের জায়গাতেই। কিন্তু প্রতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক আছে কি না, তার জন্য কেউ জবাবদিহি করেন না। কুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ রাখতেই হবে, কারণ আমাদের সম্পদ অপর্যাপ্ত নয়। কেবল খাইয়ে না চলে এসে তিন-চারটি করে পথকুকুরকে দত্তক নিয়ে তাদের নিজের ঘরে রাখলে দায়িত্বশীল আচরণের পরিচায়ক।

শমীক ঘোষ shamik.mailbox@gmail.com

বিদ্বেষ নয়

বলতে গেলে তারা আমাদেরই প্রতিবেশী। সহনাগরিক। তবে দেশের নাগরিকত্ব তালিকায় নাম নেই তাদের। নেই কোনও অধিকার। বরং তাদের নিয়েই মেরুকৃত গোটা সমাজ। তুলনায় সংখ্যালঘু একদল মানুষ তাদের কিঞ্চিত করুণা করে। বাকিরা চরমপন্থী। পারলে তাদের পিটিয়ে মারে।

না, মানুষ নয় এরা। অবলা প্রাণী-মাত্র। রাস্তার কুকুর-বিড়াল-পাখি। আমাদেরই বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। আবর্জনা, ফেলে দেওয়া খাবার খুঁটে খায়। আর কখনও অসুস্থ শরীরে পড়ে থাকে পথের উপর। চিকিৎসাহীন মারা যাওয়ার অপেক্ষায়।

কিছু মানুষ অবশ্য এদের কথা ভাবেন। ভালবাসেন। বাড়িতে রান্না করে ঘুরে ঘুরে খেতে দেন রাস্তায়। সে নিয়ে অবশ্য আপত্তি অনেকেরই। এসব 'আদিখ্যেতা'-র জন্যই নাকি বেড়ে যাচ্ছে পথপ্রাণীর দল। কুকুর কামড়াচ্ছে অহরহ। বিড়াল আঁচড়াচ্ছে। পাখি নোংরা করছে। তাছাড়া কুকুর-বিড়াল বাড়ির সামনেই মলমূত্র ত্যাগ করে। রাতবিরেতে বাড়ি ফিরতে গেলে পথ-কুকুরেরা তেড়ে আসে দাঁত বের করে। সে-ও বিড়ম্বনা।

অবশ্য পথপ্রাণীদের বিরুদ্ধে আরও জোরালো যুক্তিও আছে। এদের থেকেই ছড়িয়ে পড়ে জেনেটিক ডিজিজ। অর্থাৎ, প্রাণীদেহের জীবাণু মারণরোগ হয়ে প্রবেশ করে মানুষের শরীরে। ঘটায় জটিল সংক্রমণ। অতএব যাঁরা খেতে দিচ্ছেন, তাঁরা আসলে 'অবৈজ্ঞানিক' কাজ করছেন। বিরাট ক্ষতি করছেন সমাজের।

তার থেকে শহরের সমস্ত পথ কুকুর-বিড়াল নিকেশ করে দিলেই হয় একবারে। তা যদি নাও করা যায়, খেতে দিয়ে তাদের আসকারা দেওয়ার কী দরকার?

এই নিয়ে রীতিমতো গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। পথকুকুরকে খেতে দিয়ে, তাদের পরিযায়ী আচরণ নাকি নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। খাবারের খোঁজে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার বদলে তারা থেকে যাচ্ছে একই জায়গায়। সংখ্যাবৃদ্ধি করছে। ফলে, সমস্যা বাড়ছে মানুষের।

এক সময়, এই শহরেই ভামবিড়াল, গন্ধগোকুলদের দেখা মিলত। শহরের উপান্তে রাত হলেই শোনা যেত শেয়ালের সমবেত চিৎকার। গেরস্থালির পাশে বাসা বাধত নাগরিক চিলেরা। উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছে তারা। তাদের হারিয়ে যাওয়ায় পরিবেশ নষ্ট হয়েছে কি না, তা নিয়ে অবশ্য তেমন আলোচনা শোনা যায়নি। ভামবিড়াল-গন্ধগোকুল, শেয়াল-চিলেরা না হয় 'বুনো' প্রাণী। কিন্তু বিড়াল-কুকুর তো তা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের উপর নিভরশীল। বলতে গেলে মানুষেরই সহচর জীব। তাহলে রাস্তাঘাটে নেড়ি কুকুর-বিড়াল এল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই মানুষই একদিন পোষ্য হিসাবে এনেছিল তাদের। তারপর কোনও এক সময় পরিত্যাগ করেছে। পরিত্যক্ত সেই প্রাণীরাই বংশবৃদ্ধি করেছে। কোনওমতে বেঁচে রয়েছে শহরের রাস্তায়। আবর্জনা খুঁটে, ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে, গাড়ি চাপা না-পড়ে।

হ্যাঁ, এদের থেকে সমস্যাও কম নয়। জলাতঙ্ক, অন্য

এরপর ৭-এর পাতায়

অমিতাভ মালাকার amitavamalakar@gmail.com

ডগস্ লাইফ

সেই কবে থেকে সবরকম পণ্ডিত জুটিয়ে বলছি— জনসংখ্যাই সব্বনাশের কারণ, তবু যদি অপোগণ্ডদের চেতনা হয়! আগে ব্যাটারা ভুখা পেটেই গন্ডায় গন্ডায় ছানাপোনা পাড়ত, এখন স্বেচ্ছাসেবকরা রেঁধে-বেড়ে গেলাচ্ছেন— আদিখ্যেতার চোটে আর বাঁচিনে বাপু! অতএব শা...দের পোয়াবারো। চিৎ হয়ে বংশবৃদ্ধিতে ধননিবেশ, বাকিটা ধর্মতলা কর্মখালি। শহরগুলো নোংরা দেখানোর মূলে তো ওরাই! গায়ে এঁটুলি। চুলকে ঘা করছে। ট্রেনিং নেই। বাপের জমিদারিতে মল-মূত্র ত্যাগ বাই ডিভাইন রাইট। তদুপরি কোভিড। পরিযায়ী কেমন বেড়েচে দেকোচো? কুলিকামিনে থেকে কুত্তেকামিনে! সবটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবার।

গোড়ায় আত্মজিজ্ঞাসা— ছিনিয়ে খাইনি কেন, তারপর বিপ্লব! এ-পাড়ায় গিলতে দিলে ও-পাড়া থেকে শুঁকে শুঁকে চলে আসছে— পুরো স্নিফার ক্যাটেগরি। তারপর ফিরে যাবি তো? নাঃ! পুরো গ্রিনকার্ড স্টেটাস। ন্যাজ নেড়ে ডিক্লারেশন অফ হিন্দুপেন্ডেন্স— 'সবকটা ল্যাম্পোস্টে আমাদের হিসুর খুশবু', সবকটা উচ্চপদে ইন্ডিয়ান অরিজিন। ইয়েস্টারডে, ট্রুডো, টুমরো সবাই কি আর খামোখা খচে কাঁই! আমেরিকায় প্রতি মাসে একটা করে ইন্ডিয়ান ছাত্রের ডেডবডি মিলছে, কারা যেন সেদিন এই শহরেই একসঙ্গে ছ'টা পথকুকুরকে মেরে দিল বিষ খাইয়ে। তারপর, কাঁহা হো দেভি, অণৃতভাষিণী, খালিস্তানি উগ্রবাদী গালাগাল দিলে গালে পঞ্চনদের মানচিত্র ছেপে দিচ্ছে— কেমন লাগে রান আউট?

পথকুকুরদের সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ ভদ্রলোকদের সামাজিক কর্তব্য। যেমন খুশি খাওয়ানোয় সেই রাশ আলগা হয়। তুমি তুলাইপাঞ্জি খাও ক্ষতি নেই, ওদের জন্য রেশনের কাঁকড়ওলা চালের ভাত হবে। গ্যাস পুড়ুক বেশি। রোজ মাছ-মাংস তো নৈব নৈব চ, নইলে জিভ বড় হয়ে যাবে। কৃতজ্ঞচিত্তে খেতে শিখিও— তুমি ওদের ব্লাড বদলাতে পারবে না, তবে আত্মিক উন্নতির চেষ্টা? পদপ্রান্তে রাখো সেবকে... পরিবারের সদস্যরা চিনেমাটি, কাঁসা, অথবা স্টিলের থালায় খেলে ওদের একটু তোবড়ানো, ঠিক থালা নয়, মানে সানকি গোছের অ্যালুমিনিয়ামের কানা উঁচু পাত্রে খেতে দেবে— যেটা এক হাতে ধরে না-থাকলে ঘুরে যায়।

বাড়িতে খুঁজে দ্যাখো, মুসলমান আর গরিবদের জন্য সিঁড়ির তলায়, কয়লার গাদায় এক-দেড়শো বছর ধরে রাখা সেরকম দু'-এক পিস বাসন ঠিক পেয়ে যাবে— হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের উপর এটুকু নির্ভর করা যায় এখনও। যাই হোক, খাবার দেবে খানিকটা উঁচু থেকে ছোঁয়া বাঁচিয়ে, যাতে 'থপ' বা 'ধপ' শব্দ হয়। গরিব পরিবার থেকে আনা ছেলের বউদের যেমন শাশুড়িরা শুধায়, তেমনই জিজ্ঞেস করবে— 'দেব? দেব তো? ঠিক দেব তো? দেখিস আবার! হজম হবে তো? আসলে তোদের খাবার অভ্যেস নেই তো তাই, নাহলে আমার আর কী?' বিকেলে জলখাবার দেবে না। সকালে ফ্যানের তলায় এলাবে, ওদের করিডোরে বসাবে, ওখান থেকেই পর্দার ফাঁক দিয়ে টিভি দেখবে। রাতেও পাখা চালিয়ে ঘুমতে দেবে না— বলবে, 'অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে', বলবে— 'শ্বশুরবাড়িতে গেলে মানিয়ে নিতে পারবে না।' বলবে, 'উচ্ছিষ্ট দিলেই তো হয়, আলাদা রেঁধে দেওয়ার কী আছে? যত সব আদিখ্যেতা!' বলবে, 'এদের অসুখেও ডাক্তার? যতসব আদিখ্যেতা!' বলবে, 'একটা মরেছে বলে কান্না? যতসব আদিখ্যেতা!' বলবে, 'ওদের আবার মন? যতসব আদিখ্যেতা!'

এরকমটাই শুনেছ না শিশুকাল থেকে? তারপর হঠাৎ এহেন আইলা পিরিত জাগল কেনে তোর পরানে, ও মালতি? রিফর্মেশনের পোকা? তবে একগেরাস ভাতের জন্য যারা ল্যাজ নাড়ে, তাদের একহাতার বেশি ফ্যান দিলে ফিউচারে কলার তুলে ফ্যান কার্ড, প্যান কার্ড চায়— টেবিলে ঘুষি মেরে বলে ওটা 'অধিকার'। কারখানার গেটে ধর্মঘট, পিকেটিং কে সামলাবে? তুমি? মানুদা তো সোমেন-সুব্বোতো-পিয়োদের লিয়ে ফৌত হয়েছেন— যাওয়ার আগে শিবসেনার কাঁচানো ক্ষীর খাওয়ার মতো একখানা শরদ

এরপর ৭-এর পাতায়

এপাড়া-ওপাড়া করে কেন?

তৌসিফ খান tousifbiddu@gmail.com

'অ্যানিমাল-হিউম্যান কনফ্লিক্ট' নতুন সমস্যা নয়। সমূলে নির্মূল করার উপায়ও নেই। কিন্তু সব দোষ নন্দ ঘোষের মতো পশু-পাখিদের দেওয়া হবে— তা কাম্য নয়। 'হিউম্যান অ্যাওয়ারনেস' বলেও একটা কথা আছে।

কুকুর টেরিটোরিয়াল। ঠিক কথা। কিন্তু কুকুর মানেই হিংস্র, মানুষ দেখলেই অকারণে কামড়ে দেয়, তা নয়। ধরা যাক, দুটো কুকুর মারপিট করছে, কোনও পথচারী বেমক্কা দিল ঢিল ছুড়ে। স্বাভাবিকভাবেই কুকুর তার দিকে তেড়ে আসবে। বাচ্চারা অনেক সময় কুকুরদের উত্যক্ত করে। লেজ ধরে টানে। তাদের মা-বাবা দেখেও নিরুত্তাপ।

মনে রাখতে হবে, হিউম্যান-অ্যানিমাল কনফ্লিক্টের মূলে, অন্তত কুকুরের ক্ষেত্রে কারণ— মানুষের অসহিষ্ণুতা, অভব্য আচরণ। সম্প্রতি যে রিসার্চ ('হিউম্যান ডগ কনফ্লিক্ট ইন ইন্ডিয়া') নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে, তাতে বলা হচ্ছে— ডগ ফিডাররা একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা কুকুরকে খাওয়াচ্ছেন, ফলে তাদের মধ্যে মারামারি হচ্ছে নানা কারণে, এলাকায় কুকুরের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, বাড়ছে কামড়ের ঘটনা। যদি কুকুর কামড়েও দেয়, তাহলে সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাইভেটেও ভ্যাকসিন লভ্য। এমন বিরাট কিছু খরচ নয়, যা দেওয়া অসম্ভব। মুশকিল হল, আমাদের মানসিকতার।

কুকুর কামড়াবে কেন? কোন সাহসে! তা নিয়ে আমাদের যাবতীয় মাথাব্যথা। এই সমস্যা কেন দেখা দিচ্ছে তার দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। কারণ, সব এলাকায় কুকুরের কপালে খাবার জুটছে না। খাবারের অভাবেই তারা এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাচ্ছে। সেখানে বেড়ে যাচ্ছে কুকুরের সংখ্যা। সব এলাকার মানুষ যদি একটু সচেতন হয়ে বাড়ির লেফটওভার খাবারটুকুও কুকুরকে নিয়মিত দেয়, তাহলেই এই সমস্যার সুরাহা মিলতে পারে। প্রত্যেক পাড়ায় পাঁচটা কুকুর যদি দু'বেলা খেতে পায়, তারা বাইরে যাবে কেন? পেট ভরা থাকলে রাতে স্ক্যাভেজ করতে গিয়ে মারপিটের সম্ভাবনাও কম হবে। সুখনিদ্রাতেও ব্যাঘাত ঘটবে না আমাদের।

অলংকরণ শান্তনু দে

> অনেকে বলবেন, কুকুরকে আলাদা করে খেতে দেব কেন? কুকুর তো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খেতেই অভ্যস্ত। তাঁদের উদ্দেশে আমার একটাই প্রশ্ন: কুকুর স্ক্যাভেজ করবে কোথায়?

অনেকে বলবেন, কুকুরকে আলাদা করে খেতে দেব কেন? কুকুর তো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে খেতেই অভ্যস্ত। তাঁদের উদ্দেশে আমার একটাই প্রশ্ন, কুকুর স্ক্যাভেজ করবে কোথায়? কারণ এখন আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ খুব সচেতন। গারবেজ সাধারণত ব্যাগে মুড়ে ফেলা হয়। আর যদি কুকুর সেই ব্যাগ খুলে ছিঁড়ে আবর্জনা বাড়ায় তাতেও কুকুরের দোষ। ওরা যাবে কোথায়?

পথপশুর কেন চিকিৎসা করে আয়ু বাড়ানো হবে, তা নিয়ে চোখ চড়কগাছে না-তুলে, উচিত সময়মতো মিউনিসিপ্যালিটির কাছে যোগাযোগ করে কুকুরদের 'নিউটার' বা নির্বীজকরণ করানো। উচিত, এলাকার যে পাঁচ-ছ'টা কুকুর রয়েছে তাদের সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়ানো। সরকারি উদ্যোগ তো রয়েইছে বিনামূল্যে চিকিৎসার। যদি তা না-ও পাওয়া যায়, ২৫টা কুকুরকে ভ্যাকসিন দেওয়ার খরচ আনুমানিক ২৫০০টাকা। একা না সম্ভব হলে, পাড়া থেকে চাঁদা তোলা। বিড়ি-সিগারেটে মানুষের মাসে এমনই খরচ হয়। এখন থেকে যদি এমন ছোট ছোট পদক্ষেপ করা যায়, সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আসতে বাধ্য।

লেখক পশু চিকিৎসক
(কথা বলে অনুলিখিত)

শুধু খেতে দিলেই হবে না

অনিন্দিতা ভদ্র abhadra@iiserkol.ac.in

কোনও গবেষণায় বিতর্কিত তথ্য উঠে এলে তা নিয়ে আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। সম্প্রতি 'হিউম্যান-ডগ কনফ্লিক্ট ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক আলোচনায় যে-তথ্য উঠে এসেছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি— অনেক এমন এলাকা রয়েছে যেখানে পশুপ্রেমীরা রোজ প্রায় গোটা কুড়ি পথকুকুরকে খাবার দেন।

সে নিয়ে বলার আগে আমাদের কুকুরদের 'সোশ্যাল সিস্টেম' সম্বন্ধে একটু ধারণা করতে হবে। কুকুর দলবদ্ধ প্রাণী, ছোট-ছোট দলে থাকতে অভ্যস্ত। এরা 'টেরিটোরিয়াল', অর্থাৎ সক্রিয়ভাবে নিজের এলাকা রক্ষা করে। এবার প্রশ্ন হল, 'টেরিটোরি' কোথায় গড়ে ওঠে? যেখানে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এভাবেই প্রত্যেক পাড়া-কলোনিতে একদল কুকুরের আধিপত্য থাকে। তারা-ই এলাকায় রাজ করে। বেপাড়ার কুকুর ঢুকলেই শুরু হয় লড়াই। এবার যদি একটা পাড়ায় গোটা তিরিশেক কুকুর তাদের খাবার সংস্থান পায়, তারা সবই

এরপর ৭-এর পাতায়